দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 SEP 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রসংগে

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এসসি, এজি (সম্মান) ২য় পর্ব-১৯৮৬ এর বার্ষিক পরীক্ষা আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর হতে শুরু হবার কথা। কিন্তু সারাদেশে ভয়াবহ বন্যার দরুন শতকরা ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী ক্যাম্পাসে অনুপস্থিত রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ইনষ্টিটিউটে হাজার হাজার গৃহহীন বন্যার্ত ক্লাস রুম, ক্লাস রুমের বারান্দা, অডিটোরিয়াম প্রভৃতি জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। বন্যার পানি পুরোপুরি সরে না যাওয়া পর্যন্ত বন্যার্ত মানুষ ক্যাম্পাস ছেড়ে যাবে না। আবার ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রামের বাড়ীতে পানিবন্দী অবস্থায় থাকার জন্য ক্যাম্পাসে আসতে পারছে না। এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব নয়।

কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন এই, মানবতার খাতিরে বি,এসসি, এজি (সম্মান) ২য় পর্ব ১৯৮৬-পরীক্ষা অন্ততঃপক্ষে দুই মাস পিছিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার সুযোগ দিন।

আবদুল আউয়াল (বুলবুল)
বি,এসসি, এজি (সম্মান) ২য় পর্ব
বাংলাদেশ কৃষি ইনষ্টিটিউট
ঢাকা-১২০৭।

ডিগ্রী ক্লাসে ইংরেজী চালু করা হোক

মাতৃভাষা প্রত্যেকটি জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা। এই ভাষার যথাযথ মূল্যায়ন করা প্রত্যেকটি জাতির জন্য অপরিহার্য। ইংরেজী বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক ভাষা, কিন্তু মাতৃভাষার দোহাই দিয়ে এই ইংরেজী ভাষাকে অবমূল্যায়ন করা আমাদের উচিত নয়। আমাদের মনে রাখা উচিত, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। প্রায়শঃই লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন উচচ বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষকের অভাব। উচচ মাধ্যমিক পর্যায়ে আমাদের যে ইংরেজী শিক্ষা দেয়া হয় তা দিয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীকে শিক্ষা দেয়া যায় না। ইংরেজী বিষয়ে অজ্ঞতা বেকারত্বের অন্যতম কারণ কর্তৃপক্ষের নিকট আমার আবেদন সকল বিষয় বিবেচনা করে ডিগ্রী ক্লাসে ইংরেজীকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে চালু করা হোক।

মোঃ মিলন মিয়া
দেওভোগ,
মুন্সীগঞ্জ।

বিডিআর হাইস্কুল খোলা রাখা প্রসংগে

বন্যার কারণে সরকার ঢাকা শহরের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু সরকারের এই নির্দেশ অমান্য করে বিডিআর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক স্কুল খোলা রেখেছেন। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলে যেতে পারছেন। উল্লেখ্য ঐ স্কুলের অর্ধেক ছেলেমেয়ে সিভিলিয়ান। তৎসত্বেও তিনি কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য স্কুল চালাচ্ছেন সেটা আমাদের বোধগম্য নয়। অধিকাংশ ছেলেমেয়েই স্কুলে বন্যার কারণে অনুপস্থিত। বন্যার্ত অসহায় মানুষদের কোন আশ্রয় বিদ্যালয়ে দেয়া হয়নি। বরং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। যেখানে সারাদেশের মানুষ বন্যাপীড়িত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসছেন, সেখানে কিভাবে সরকারের আদেশ অমান্য করে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকে? তাই আমি একজন ছাত্রের অভিভাবক, এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জনৈক অভিভাবক
হাসান উদ্দীন,
১৩২।এ হাজারীবাগ, ঢাকা।